যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৬০১

১/ বিবিধ

আরবী

اتخذوا السراويلات فإنه من أستر ثيابكم، وخصوا بها نساءكم إذا خرجن

موضوع

رواه العقيلي (ص 18) وابن عدي (4 / 1) والديلمي (1 / 2 / 200) وابن عساكر (2 / 2 / 380) عن إبراهيم بن زكريا الضرير العجلي ـ من أهل البصرة ـ: حدثنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع في يوم دجن ومطر، قال: فمرت امرأة على حمار ومعها مكاري فهو ت يد الحمار في وهدة من الأرض، فسقطت المرأة، فأعرض النبي عليه السلام بوجهه، فقالوا: يا رسول الله إنها متسرولة. فقال: اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي. يا أيها الناس اتخذوا.... الحديث

ذكره العقيلي في ترجمة إبراهيم هذا، وقال: " صاحب مناكير وأغاليط، ولا يعرف هذا الحديث إلا به، فلا يتابع عليه ". وقال ابن عدي: " وهذا الحديث منكر لا يرويه عن همام غير إبراهيم بن زكريا، ولا أعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم حدث عن الثقات بالأباطيل ". ومن طريق ابن عدي أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (3 / 45) وقال: " موضوع، والمتهم به إبراهيم

ثم ذكر ما تقدم عن العقيلي وابن عدي. فتعقبه السيوطي في " اللآلي " (2 / 260) بقوله: " قلت: أخرجه البزار والبيهقي في " الأدب " من هذا الطريق، وإبراهيم بن زكريا المتهم به الذي قال فيه ابن عدي هذا القول هو الواسطي العبدي، وليس هو

الذي في إسناد هذا الحديث، إنما هذا إبراهيم بن زكريا العجلي البصري كما أفصح به العقيلي، وقد التبس على طائفة، منهم الذهبي في " الميزان " فظنهما واحدا، وفرق بينما غير واحد، منهم ابن حبان، فذكر العجلي في " الثقات "، والواسطي في " الضعفاء

وكذا فرق أبو أحمد الحاكم في " الكنى " والعقيلي والنباتي في " الحافل " والذهبي في " المغني ". قال الحافظ ابن حجر في " اللسان ": وهو الصواب ". قلت: وهذا التعقب ليس فيه كبير طائل، ذلك لأن العجلي الذي هو صاحب الحديث لم يوثقه غير ابن حبان، وهو مع ما عرف به من التساهل في التوثيق، فقد عارضه من حكمه أقرب إلى الصواب منه، فقد قال العقيلي فيه: " صاحب مناكير وأغاليط

ثم ساق له حديثين، هذا أحدهما. وفيه قال ابن عدي ما نقلته آنفا عنه، خلافا لما زعمه السيوطي أنه قال ذلك في الواسطي العبدي. وإليك نص كلامه لتكون على بينة من الأمر، قال: " إبراهيم بن زكريا المعلم العبدستاني العجلي الضرير، يكنى أبا إسحاق، حدث عن الثقات بالأباطيل

ثم ساق له هذا الحديث، وأعله بما سبق، فاتفاق هذين الإمامين على تضعيف إبراهيم هذا واستنكار حديثه، مقدم على توثيق ابن حبان له المستلزم رد الحكم على حديثه بالوضع أو النكارة ـ كما ذهب إليه السيوطي، لاسيما وقد ذكر الحافظ النقاد الذهبي أن هذا الحديث من بلايا العجلي! ثم رأيت ابن أبي حاتم ذكر في " العلل " (1 / 492 ـ 493) عن أبيه أنه قال: " هذا حديث منكر، وإبراهيم مجهول على أن في الحديث علة أخرى من الأعلى، هي بالاعتماد عليها في إعلال الحديث أولى، ومن الغريب أن الذين تكلموا عليه لم يتنبهو الها، مثل ابن الجوزي، وابن عراق في " تنزيه الشريعة " (2 / 272) ، ألا وهي الأصبغ بن نباتة، فهو متفق على تضعيفه، بل قال أبو بكر ابن عياش: " كذاب ". وقال النسائي وابن حبان: " متروك ". وأورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: " قال ابن معين وغيره: ليس بشيء ". وقال الحافظ في " التقريب ": " متروك ".

وبالجملة فالحديث بهذا الإسناد والسياق موضوع. وقد ذكر له السيوطي شواهد من

حديث أبي هريرة وغيره مرفوعا بلفظ: " اللهم ارحم المتسرولات ". وقال: " وبمجموع هذه الطرق يرتقي الحديث إلى درجة الحسن ". قلت: وفي ذلك نظر لأن الطرق التي أشار إليها لا تخلومن وضاع أو متهم أو مجهول، مع أن بعضها مرسل
وبيان ذلك مما لا يتسع له الوقت الآن، فإلى مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى

বাংলা

৬০১। তোমরা পায়জামা পরিধান কর। কারণ তা তোমাদের সর্বাপেক্ষা পর্দাকারী কাপড়। বিশেষ করে তোমাদের নারীরা যখন বের হবে তখন তা পরিধান করাও।

হাদীছটি জাল।

এটিকে উকায়লী (পৃ ৪১৮), ইবনু আদী (১/৪), দাইলামী (১/২/২০০) এবং ইবনু আসাকির (২/৩৮০/২) ইবরাহীম ইবনু যাকারিয়া হতে তিনি হুমাম হতে তিনি কাতাদাহ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ইবরাহীমের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উকায়লী হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেছেনঃ তিনি বহু মুনকার ও বহু ভুলের অধিকারী। একমাত্র তার মাধ্যমেই এ হাদীছটি জানা যায়। তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি। ইবনু আদী বলেনঃ এ হাদীছটি মুনকার। হুমাম হতে একমাত্র ইবরাহীম ইবনু যাকারিয়াই বর্ণনা করেছেন। তাকে একমাত্র এ সূত্রেই চিনি। আর ইবরাহীম নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বহু বাতিল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদীর সূত্রে ইবনুল জাওয়ী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" (৩/৪৫) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি বানোয়াট, ইবরাহীম জাল করার দোষে দোষী। অতঃপর তিনি উকায়লী এবং ইবনু আদীর ভাষ্যগুলো উল্লেখ করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/২৬০) গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেনঃ হাদীছটি বাযযার, বাইহাকী "আল-আদাব" গ্রন্থে এ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। যে ইবরাহীমকে ইবনু আদী জাল করার দোষে দোষী করেছেন, তিনি হচ্ছেন ওয়াসেতী আল-আবাদী। তিনি এ হাদীছের সনদে নেই। যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন, ইবরাহীম ইবনু যাকারিয়া ইজলী আল-বাসরী। যেমনটি উকায়লী স্পষ্টভাবে বলেছেন। যাহাবী দু'জনকে এক করে ফেলেছেন। অথচ ইবনু হিব্বান ইজলীকে "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে আর ওয়াসেতীকে "আয-যোয়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সমালোচনা বড় কিছু নয়। কারণ এই ইজলীকে একমাত্র ইবনু হিব্বানই নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর তিনি নির্ভরযোগ্য বলার ক্ষেত্রে একজন শিথিলতা প্রদর্শনকারী। উকায়লী (যার কথা হাদীছটির হুকুমের ক্ষেত্রে সঠিকের বেশী নিকটবর্তী) তার বিরোধিতা করে বলেছেনঃ তিনি বহু মুনকার ও বহু ভুলের অধিকারী।

অতঃপর তিনি তার দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সে দু'টির একটি। এটি সম্পর্কে ইবনু আদী কী বলেছেন তা একটু পূর্বেও উল্লেখ করেছি। তিনি বলেনঃ ইবরাহীম ইবনু যাকারিয়া মু'আল্লিম আল-আব্দাস্তানী আল-ইজলী আয-যযারীরের কুনিয়াত হচ্ছে আবু ইসহাক। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করে পূর্বোল্লেখিত কথা দ্বারা তার সমস্যা বর্ণনা করেছেন। এই দুই ইমাম কর্তৃক ইবরাহীমকে দুর্বল আখ্যাদান এবং তার হাদীছকে মুনকার হিসাবে চিহ্নিত করণ অগ্রাধিকার পাবে ইবনু হিব্বান কর্তৃক তাকে নির্ভরযোগ্য বলার আগে, যেদিকে ইমাম সুয়ূতী গেছেন। বিশেষ করে ইমাম যাহাবী এ হাদীছটিকে ইজলীর বিপদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অতঃপর আমি ইবনু আবী হাতিমের "আল-ইলাল" (১/৪৯২-৪৯৩) গ্রন্থে দেখেছি তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেনঃ এ হাদীছটি মুনকার, ইবরাহীম মাজহুল।

এ হাদীছটিতে আরেকটি সমস্যা আছে, তার দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করাই উত্তম। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যারা এ হাদীছটির ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন তারা সে দিকে লক্ষ্যই করেননি। সে সমস্যাটি হচ্ছে বর্ণনাকারী আসবাগ ইবনু নুবাতাহ, তার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলেই একমত। বরং আবু বকর ইবনু আইয়াশ বলেছেনঃ তিনি মিথ্যুক। নাসাঈ এবং ইবনু হিব্বান বলেছেনঃ তিনি মাতরূক। ইমাম যাহাবী তাকে "আয-যোয়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনু মাঈন ও অন্য বিদ্বানগণ তার সম্পর্কে বলেছেনঃ তিনি কিছুই না। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেনঃ তিনি মাতরূক।

মোটকথা হাদীছটি বানোয়াট। ইমাম সুয়ূতী যে শাহেদ উল্লেখ পূর্বক বলেছেনঃ এসব সূত্রগুলো একত্রিত করলে এটি হাসান হাদীছের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। তার এ কথায় বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ তিনি যেসব সূত্রগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন সেগুলো জলকারী, মিথ্যার দোষে দোষী ও মাজহুল বর্ণনাকারী হতে মুক্ত নয়। এ ছাড়া তার কোন কোনটি আবার মুরসালও।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71480

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন